পিনাক রঞ্জন সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য সৈয়দ আশরাফুলের স্ববিরোধী বক্তব্য নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক

স্টালিন সরকার : ভারতের রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও সরকারের মুখপাত্র স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের স্ববিরোধী বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যই মূলত এই বিতর্কের সৃষ্টি করে। মানুষের মনে এখন প্রশ্ন কার বক্তব্য সঠিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর না স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর? টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সরকারের অবস্থানইবা কোন পর্যায়ে? টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের কঠোর সমালোচনা করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভারতীয় দূত বিশেষজ্ঞদের সমালোচনা ও অবজ্ঞা করে রাজনৈতিক বক্তব্য দিলেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেনি। পরবর্তীতে ২ জুলাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যকে কূটনৈতিক শিষ্টাচার পরিপন্থী হিসেবে অভিহিত করেন। সবাই ধরে নিয়েছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যই সরকারের অবস্থান। কিন্তু ২ জুলাই সরকারের মুখপাত্র স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে ১৮০ ডিগ্রী সরে গিয়ে বলেন, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীর বক্তব্য কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত নয়; তিনি খোলামেলা মতামত রেখেছেন। সরকারের প্রভাবশালী দুই মন্ত্রীর পরস্পরবিরোধী মন্তব্য নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও বিশিষ্টজনরা মনে করেন, ভারতের রাষ্ট্রদূতের শিষ্টাচারবহির্ভূত মন্তব্য নিয়ে প্রভাবশালী দুই মন্ত্রী বিপরীতমুখী বক্তব্য মন্ত্রীদের সমন্বয়হীনতার বহিঃপ্রকাশ। মন্ত্রীদের এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। শুধু সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক নয়; মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতেও এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। ২ জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়। কমিটির সভাপতি আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির উপস্থিতিতেই কমিটির সদস্য বিএনপির ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন ভারতের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শুরুর দাবী জানান। তিনি এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানান। তবে বৈঠকে উপস্থিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতের রাষ্ট্রদূত শিষ্টাচার লংঘন করেছেন। তবে অতীতে এ ধরনের ঘটনায় কোন দেশের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করা হয়নি।

পিনাকের বক্তব্য নিয়ে দুই প্রভাবশালী মন্ত্রীর ১৮০ ডিগ্রী বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেন, ভারতের রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি দেরিতে হলেও এ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। এটাই যথেষ্ট। এ পর্যন্ত থেমে যাওয়া উচিত ছিল। ভারতের রাষ্ট্রদূত যদি ভবিষ্যতে এ ধরনের বক্তব্য করেন তাহলে তার বহিষ্কারের প্রশ্ন আসত। আমি মনে করি সেটাই সবার জন্য ভাল। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির বক্তব্যের পরও পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীর বহিষ্কার দাবী বা তিনি শিষ্টাচারবহির্ভূত মন্তব্য করেননি সরকারের অপর মন্ত্রীর বক্তব্য দেয়া কোনটিই উচিত নয়। বিশেষ করে এসব নিয়ে সরকারের হৈচৈ করা উচিত নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একেএম শহীদুল্লাহ বলেন, মন্ত্রীদের মধ্যে সমন্বয় করতে না পারলে সরকার বিপদে পড়বে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের সেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। টিপাইমুখ বাঁধ আমাদের জীবনমরণ সমস্যা। ভারতেও এই বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে। এ নিয়ে প্রতিদিন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও পানি বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য দিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন তা শোনা মন্ত্রীদের উচিত ছিল। কারণ অনেক মন্ত্রী টিপাইমুখ নিয়ে কিছু জানেন না বলে মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন। আর পিনার রঞ্জন চক্রবর্তী যে মন্তব্য করেছেন তা কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূতই শুধু নয়; সেটা ভারত সরকারের বিপক্ষেই গেছে। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ। বিক্ষুব্ধ মানুষকে ঠাণ্ডা করা পিনাক রঞ্জনদের দায়িত্ব। তিনি সেটা না করে বিক্ষুব্ধ মানুষকে উস্কে দিয়েছেন। আর বাঁধ নিয়ে সরকারের দোদুল্যমানতার কারণে এসব হচ্ছে। সরকার প্রথম থেকে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করলে এই সমস্যা হত না। ভারতের রাষ্ট্রদূত কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত মন্তব্য করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দীপু মনির উচিত ছিল পরের দিন তাকে মন্ত্রণালয়ে তলব করে প্রতিবাদ করা। সেটা না করলেও দেরিতে হলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিবাদ করেছেন। এটা ভাল। কিন্তু সরকারের মুখপাত্র সৈয়দ

আশরাফুল ইসলাম যে মন্তব্য করেছেন তা জাতির জন্য দুভার্গ্যজনক। তিনি ভারতের তাঁবেদারী করতে মন্ত্রী হয়েছেন না এদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য মন্ত্রী হয়েছেন তা বোধগম্য নয়। কূটনৈতিক শিষ্টাচার সম্পর্কে সরকারের মুখপাত্র কিছু বোঝেন কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আর রাষ্ট্রদূতেরা জয়েন্ট সেক্রেটারী বা তার উপরে। আর মন্ত্রীর অবস্থান অনেক উপরে। পদের অবস্থান বিবেচনা করে আগামীতে কথাবার্তা হওয়া উচিত। আমি সীমিত জ্ঞানের মানুষ হিসেবে মনে করি কূটনীতিকদের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভারতের কূটনীতিক সেটা লংঘন করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. নূরুল আমিন ব্যাপারী বলেন, টিপাইমুখ বাঁধ ইস্যু আমাদের বাঁচামরার সম্পর্ক। অন্যদিকে বিএনপির উচিত অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলা। এতে সরকারের উচিত জনগণের কাছে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করা। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতের রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি কূটনৈতিক শিষ্টাচার লংঘন হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর সরকারের মুখপাত্র স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, এটা ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের খোলামেলা মত; কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত নয়। এখন প্রশ্ন হল সরকারের মত কোনটা? দীপু মনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিদেশী নীতি নিয়ে তারই কথা বলার কথা। আবার সৈয়দ আবুল হোসেন মহাজোট সরকারের মুখপাত্র। মন্ত্রীদের স্ববিরেধী বক্তব্যে সরকারের কূটনৈতিক নীতির দেউলিয়াত্বের প্রকাশ পায়। সরকারের উচিত দেশের স্বার্থে কথা বলা। জনগণ ভোট দিয়েছে দেশ সেবার জন্য; ভারতের দাসত্ব করার জন্য নয়। সরকারের নীতিনির্ধারকদের উচিত টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করা। জনগণ যদি বুঝতে পারে দেশের স্বার্থের চেয়ে সরকার ভারতের স্বার্থকে বড় করে দেখছে, তাহলে সরকারের ভাবমূর্তি শুধু খোয়া যাবে না; সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মানুষ রাস্তায় নেমে আসবে।